নারকেল-সুপারী বন বীথির ছায়া ঘেরা বলেশ্বর নদীর তীর ছোয়া সবুজ শ্যামল গ্রাম টেংরাখালী । এ গ্রামেরই মোড়ল ফেলু সিকদার । আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদেও প্রতিযোগিতায় মাঠে নামাবার চিন্তা ভাবনায়ও এলাকাবাসী মাঝে-মধ্যে বারান্দায় ভীড় জমায় । এলাকার মোড়ল মাতুব্বরের কোনটায়ই উৎসাহ নেই ফেলুর । তার অবর্তমানে কে ভোগ দখল করবে তার জায়গা জমি সম্পত্তি , কে হবে তার উত্তরাধিকারী ? তার যে কোন সন্তান নেই । পাড়ার দুষ্ট দূরন্ত ছেলেরা মাঝে মধ্যে দূর থেকে আটখুড়া মোড়ল বলে বিদ্রুপ করে সে তিরস্কার নিরবে সহ্য করতে হয় তাকে । তাই তো একে একে চারটি বিয়ে করলেন । কোন স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তানও এলো না । শরীয়তে আছে একত্রে চারটির অধিক স্ত্রী থাকতে পারবে না। সন্তানের আশায় আর তো বিয়ে করা যায় না ! তা হলে সন্তানের মুখ কি তিনি দেখতে পারবেন না ? নিরাস হলেন সে আকাংখা থেকে । অনেক ডাক্তার- কবিরাজ, ওঝা- বৈদ্য, মুন্সি - মাওলা নার তদবীর পরামর্শ নিল সন্তান লাভের আশায় । না জানি কার পরশে নাকি সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে ছোট স্ত্রীর গর্ভে এলো একটি মেয়ে , পরীর মত সুন্দরী আর চান্দের মত ফুটফুটে । তাই তো বড় বৌ সখ করে নাম রেখেছে,“ চাদ সুলতানা ওরফে রূপা” ।

হাটি হাটি পা পা করে মেয়েটি বড় হতে লাগল একটু বড় হলেই গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দিল । রূপা সেবার ক্লাশ এইটের ছাত্রী । মেয়ের লেখা-পড়ার সাহায্যের জন্য একজন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিল । সিকদার সাহেব খোঁজ করলেন স্কুল বা কলেজগামী একটি ছাত্রী যে তাদের বাড়ীতেই থাকবে এবং তার মেয়ের লেখা-পড়ায় সাহায্য করবে । আশানুযায়ী কোন ছাত্রী না পেয়ে অবশেষে মাহমুদ হাসান নামের কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রকে তার গৃহশিক্ষক রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন । পাশের গ্রামেই হাসানের বাড়ী । দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান । যেমন মেধাবী , তেমন ভদ্র । হাসান সে বছর ফাষ্ট ডিভিশানে এস, এস , সি পাশ করে কচুয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে ।

রূপা সবেমাত্র কৈশোরের বেড়া ডিঙিয়ে যৌবনে পা ফেলেছে । যৌবন সৌন্দর্য কানায় কানায় হিল্লোলিত । স্বাস্থ্যজ্জ্বল দেহবয় , দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং , মেঘবরণ সূদীর্ঘ কেশরাশী । যে কোন যুবকের নজর কেড়ে নেওয়ার মত দেহের গঠন । গৃহ শিক্ষক মাহমুদ হাসানের কথাবার্তা আলাপ ব্যবহারে সে যেন আস্তে আস্তে অন্য জগতের আলো দেখতে শুরু করেছে । হাসানকে না দেখলে সে এক মূহূর্ত থাকতে পারে না । ইতিমধ্যে তাদের মাঝে প্রেমের অংকুরও প্রস্ফু টিত হয়েছে কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি ।

হাসানের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা সন্নিকটে । পড়া লেখা নিয়ে খুবই ব্যস্ত । যেদিন হাসান রূপাদের বাড়ী এসেছে সেদিন থেকেই তার লেখা পড়ার যাবতীয় ব্যয় বহন করছে রূপার বাবা ।

এরই মধ্যে পরীক্ষার দিন এসে গেল । আগের দিন বাড়ীতে গিয়ে বাবা -মার আর্শিবাদ নিয়ে এসেছে । পরীক্ষার দিন সকাল সকাল তৈরী হয়ে রূপার মায়েদের আর্শিবাদ নিয়ে যখনই দরজা দিয়ে পা বাড়িয়েছে তখনই ছোট্ট করে ডাক আসে “ হাসান ভাই”, ফিরে তাকায় হাসান, দেখে রূপা তাকে হাত ইশারায় কাছে ডাকছে । কাছে যেতে না যেতেই রূপা হাসানের পকেটে একশ’ টাকার একটা নোট ঢুকায়ে দিয়ে বলল, ব্রেক টাইমে নাস্তা করবেন । হাসান চলে যায় । যতক্ষণ চোখের আড়াল না হয় ততক্ষণ দ্বিতলের বারান্দা দিয়ে তাকিয়ে থাকে রূপা ।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে মাস তিনেক হলো । আজ রেজাল্ট আউট হবে , হাসান কচুয়ায় গেছে রেজাল্ট জানার জন্যে । কয়েক সাবজেক্টে লেটার মার্কসসহ এবারও ফাষ্ট ডিভিশান পেয়েছে সে । খবরটা জানাবার জন্য হাসান ছুটে এসেছে রূপার কাছে । হাসানের রেজাল্ট রূপা জেনেছে সে তাদের বাড়ীতে পৌছুবার পূর্বেই । এমন একটা সাফল্যের খবর কি চাপা পড়ে থাকে ? বাতাসের আগেই ছড়ায় । রূপা জানত যে , এ সংবাদ নিয়ে হাসান নিশ্চয় ছুটে আসবে তার কাছে । তাই সে পোশাক পরিচ্ছেদে পরিপাটি হয়ে সেজে হাসানের প্রতিক্ষা করছে । অতি মূল্যবান মিহী শাড়ী , হাত পেট কাটা ব্লাউজ পড়েছে শাড়ীর রংয়ের সাথে রং মিলায়ে । শাড়ীর আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে ফেলে অধরে লিপষ্টিক লাগিয়ে চম্পাকলী আঙুলের নখগুলো-তে নেইল পলিশ মাখিয়ে বাম হাতের নিটোল কব্জী

তে ছোট্ট একটি ঘড়ি বেধেঁ কন্ঠে জড়িয়েছে চিকন সরু একটি চেইন ; যার লকেটের মাঝখানে উজ্জ্বল একটি পাথর বসানো তাকালেই চোখ ঝলসে যায় । প্রাণ প্রিয়কে আকৃষ্ট করার জন্য যতটুকু পরিপাটি হওয়া যায় তা করতে এতটুকু কৃপণতা করেনি সে । আরো সঙ্গে নিয়েছে এক তোড়া রজনীগন্ধা ।

হাসান ঠিকই ছুটে এসেছে রূপার কাছে । হাসান কাছে আসতে না আসতেই অভিনন্দনের বার্তা জানিয়ে রজনীগন্ধার তোড়াটি তার দিকে এগিয়ে ধরলো ।

হাসান বলে উঠল, কি ব্যাপার ?

তোমায় অভিনন্দন জানালাম, হাসান ভাই।

ফুলের তোড়া নিতে নিতে হাসান বলল, যা কিছু গৌরব সব তো তোমারই । ফুল দিয়ে যে আমাকে বেধেঁ ফেললে রূপা !

বাধঁতেই তো চাই তোমাকে ; আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য যে তুমি । আমি তুমি দু'জনে নতুন জীবন রচনা করতে চাই, বলে রূপা হাসানেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একান্ত আপন করে ।

বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থেকেই হাসান বলল , " সে আশা আমারও ছিল রূপা । তোমার মত মেয়ে দ্বিতীয়টি আমার চোখে পড়েনি । অন্য যত সব মেয়ে দেখি বাইরে ভদ্রতার মুখোস পড়ে সোচ্চার করে বেড়ায় তুমি এতবড় ধনী লোকের ঘরে জন্ম নিয়েও এতটুকু অহংকার নেই তোমার । সত্যিই তুমি অপ্রতিদ্বন্দী , তোমার সাথে তুলনা হয় না কারো ।" হাসান রূপাকে নিবিড় করে কাছে নিয়ে অধরে দু'টি কিস্ একে দিল । সে বেড়িয়ে পড়ল রূপার মায়েদের সাথে দেখা করতে ।

রূপা সেবার ক্লাশ টেনে , এস এস সির ছাত্রী । সে এখন পূর্ণ যৌবনা , তাকে পাত্রস্ত করা প্রয়োজন। তার বাবা এ ব্যাপারে ভাবতে লেগেছেন । দু' চারটে পাত্রের খোজ খবরও নিচ্ছেন মাঝে মধ্যে । নারী মহলেও এ নিয়ে কথা হচ্ছে । রূপা তার মায়েদের বলে রেখেছে , " আপাতত: বিয়ে নয় , আগে পরীক্ষায় পাশ ,পরে ওভাবনা ভাবা যাবে "। অন্যদিকে রূপা ও হাসান বেশ একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে । হাসান শুধু চিন্তা করতে থাকে রূপার বাবা এ গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম । আর সে এক দরিদ্র পিতার সন্তান । তারই অনুগ্রহে সে জীবনাতিপাত করছে । তিনি এ সম্পর্ক কখনও মেনে নিবেন না ।

রূপা এস এস সি পাশ করেছে । এতদিন সে বলে এসেছে পড়া লেখা শেষ হোক , তার পর বিয়ে । এখনও সে বিয়েতে সম্মতি দিচ্ছে না । কারণ কি ? এ নিয়ে অভিভাবকমহল দূশচিন্তায় পড়েছে বেশ ।

পাত্র একটি ঠিক করে ফেলেছেন । ছেলে এম, এস সি পাশ । বাগেরহাট পি, সি কলেজের প্রফেসার । বাড়ীর আর্থিক অবস্হা ভাল । বাবা ব্যবসায়ী মোটা টাকা ব্যবসায়ে খাটাচ্ছেন । বংশ বুনিয়াদিও ভাল । সমাজে তাদের উচু স্হান ।

সুযোগ বুঝে সিকদার সাহেব একদিন রূপাকে বলল, " আমরা বুড়ো হয়ে গেছি মা , সংসারেরর বোঝা আর কত দিন আমাদের দ্বারা বওয়াবে ? বিয়ে থা করে তুমি সুখী হও । তোমার সংসার তুমি নিজেই গুছিয়ে নাও "।

কতক্ষণ চুপ করে থেকে রূপা বলল, আপনারা আমাকে সুখী দেখতে চান আব্বা ?

কতকটা বিস্মিত হয়ে সিকদার সাহেব বললেন, শোন মেয়ের কথা , সুখী দেখতে চাই মানে ? তোমার সুখের জন্যই তো এতসব , তোমার মুখে হাসি ফুটলে আমরা আনন্দ পাব , নিশ্চিত হতে পারব ।

এবারে রূপা বলল, আমার সুখই যদি চান তা হলে আমার মতের উপর ছেড়ে দিতে আপত্তি আছে ?
আহা ; আপত্তি থাকবে কেন ? তোমার মত ছাড়া কি কিছু হবে ? তবে সেই মতটাই তো জানতে চাই । পাত্র আমাদের পূবেই নিদিষ্ট হয়ে আছে । বড় ভাল ছেলে । কলেজে প্রফেসারী করে , কাজী কায়সার । ওবায়দুল্লা কাজীর একমাত্র ছেলে । ফকিরহাটে তাদের বাড়ী । কথা প্রায় ফাইনাল, এখন তোমার মতামতটা পেলেই আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি, বললেন রূপার বাবা ।

বাবার কথা শুনে রূপার মুখটা মলিন হয়ে গেল । সারা বিশ্বের বিষাদ কালিমায় তার মুখ ছেয়ে গেল । অনেকক্ষণ মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না রূপার । ক্ষণকাল নীরবতার পর রূপা বলল , আমার মতের উপর যদি ছেড়ে দেন, তা হলে ঐ ছেলের সাথে বিয়েতে আমি রাজী নই ।

সিকদার সাহেবের মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়ল । কায়সারের মত ছেলেকে অপছন্দ করবে এমন তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি । কতক্ষণ পরে বললেন , কায়সারের মত একটি ভদ্র, শিক্ষিত ছেলে আমার চোখে পড়ে না । একটু থেমে পুনরায় তিনি বললেন, তবে তোমার নিজস্ব কাউকে পছন্দ আছে তো বলো ? জবাবের অপেক্ষায় রূপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ।

আমি মনে মনে একজনকে পছন্দ করে রেখেছি , ধীরে ধীরে বলল , রূপা ।

কে সে ? তাই তো জানতে চাই ?

আপনার মন মত সে নাও হতে পারে ।

নাম কি ? কি করে , কি তার পরিচয় ? বলবে তো ?

ভাব গম্ভীর স্বরে বলল, মাহমুদ হাসান ।

হাসান ! হোয়াট ? একি বলছ রূপা ? তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে ! না কি ? যে ছেলে আমার করুণায় মানুষ হয়েছে , পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে , তাকে কিনা দেব মেয়ে ! না, এ হতেই পারে না । আমার মুখে তুমি কালিমা লেপন করবে , সমাজে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে । এ আমি কখনও সহ্য করব না । তোমর বিয়ে কায়সারের সাথেই হবে ।

না, আব্বা না । মরিয়া হয়ে বলল , রূপা ।

তবে কি তুমি আমার আভিজাত্য ডুবিয়ে দিতে চাও ?

আভিজাত্য ? আভিজাত্য ? আভিজাত্যের কথা শুনে সাপের মত ফোঁস করে উঠল । কি আছে আপনাদের আভিজাত্যে ? এই পচা , মেকী ঘুনে ধরা আভিজাত্যের বাধঁনে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি । একটা কৃত্রিমতার আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে থেকে দম আমার আটকে আসছে । হাসানের কাছেই আমি মুক্তির খোঁজ পেয়েছি ।

এ কথায় সিকদার সাহেব আরো ক্ষেপে গেলেন । রোষ কষায়িত কন্ঠে বললেন, '' আমি বেচে থাকতে হাসানের সাথে তোমার বিয়ে হতে পারবে না । বংশ , আভিজাত্যের অর্মযাদা , অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না । কায়সারের মত একটি সুপাত্র ছেড়ে হাসা-নের মত একটি দরিদ্র ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হতে পারে না ; তোমার বিয়ে কায়সারের সাথেই হবে , তুমি তৈরী হও '' । সিকদার সাহেব বেরিয়ে পড়লেন ।

রূপা নির্বাক হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ । হৃদয়ের পূঞ্জিভূত জমান সব বাসনা নিমূল হতে যাচ্ছে দেখে । বাবার সাথে এমন করে কথা কাটাকাটিতে মনের মধ্যে একটা রোষ , একটা ক্ষোভের সঞ্চার হলো , শরীর ও মন খারপ লাগল । অবশেষে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল ।

রূপা ও হাসানের ভালবাসার কথা কানাকানি জানাজানি হওয়ায় হাসান তার নিজ বাড়ীতে মা বাবার কাছে চলে গেছে ।এখন খুব একটা রূপার সাথে দেখা হয় না । কিন্তু একে অপরকে ভীষণ ভাবে অনুভব করে । রূপার বিয়ের কথা সব পাকা । আগামী ৫ই বৈশাখ দিন ধার্য হয়েছে । রূপা কিংকর্তব্যবিমুঢ় । জীবনের সব রঙিন স্বপ্ন , কল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে । এতদিন যে মানুষটিকে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছে সে কোঠা নাকি শূণ্য হতে যাচ্ছে । তাই সে সেদিন বিকেলবেলা কাজের লোক লালুকে দিয়ে ডেকে পাঠায় হাসানকে তাদের বাড়ী ।

সন্ধ্যার পরেই হাসান রূপাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত । মলিন মুখ, উস্কো মাথার কেশরাজি , এলোমেলো দেহের বসন রূপার সুন্দর মায়াময় ডাগর হরিণ চোখ দু'টো কেমন ফুলো ফুলো ; জড়তায় আচ্ছন্ন রূপা শুয়ে আছে । তাকে শুয়ে থাকতে দেখে হাসান নীরবে

ঘরে ঢুকে রূপার পাশে বসল , হাসান রূপার একখানা হাত নিজের হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে মায়াভরা , ব্যথাতুর দৃষ্টিতে রূপার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ,“ কেমন আছ রূপা ! ডেকেছ কেন বেবী ”?

হাসানকে দেখে রূপা ক্ষোভে অভিমানে বিহ্বলে ভেঙে পড়ল । উছলে পড়া বেদনা আবেগ আর্দ্রস্বরে বলল, তুমি আমায় কোথাও নিয়ে চলো হাসান; দূরে বহুদূরে । মেকী, কুটিল এ সমাজ হতে বহুদূরে ।

রূপার মুখে সহসা এমন কথাশুনে হাসান অবাক হলো । তার পিঠে আলতো ভাবে একখানা হাত বুলিয়ে হাসান বলল, কি হয়েছে ? আমায় খুলে বল ।

রূপা হাসানের কাছে বিস্তারিত ব্যক্ত করল ।

এত বেশ ভাল কথা] আমি তোমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি , আজ থেকে তুমি ভুলে যাও আমাকে , মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেষ্টা কর বলল, হাসান । তুচ্ছ এক দরিদ্রের জন্য তোমার মা বাবার কাছে অপ্রিয় হবে এটা আমি চাই না । বরং চাই তাদের সিলেকসানুযায়ী বিয়ে করে সংসারী হও । মা বাবার আশা পূর্ণ কর , তাদের সুখী কর ।

না, না, কিছুতেই হতে পারে না, হাসান ।

কেন হতে পারে না ?

এ আশা যে পূরণ করতেই হবে হাসান । তোমাকে না পেলে জীবন আমার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে , তুমি যে একান্ত আমার বলে হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথাটি তার বুকে রাখল রূপা ।

না , তা হয়না , রূপা । তোমার মা বাবা তোমার জন্য যা করবেন তোমার জন্য তাই মঙ্গল । তাছাড়া আমি - - - -

মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েই , হাসান তোমার কাছে আমি উপদেশ শুনব না , বা শোনার জন্যও তোমাকে ডেকে পাঠাইনি । আমি যা করতে বলি তা না করবে কি না বলো ? তা না হলে আমি আত্মহত্যা করব ।

আত্ম হত্যা ! ছিঃ ছিঃ রূপা এমন কথা বলতে নাই । তা তে আল্লাহও বেজার হবেন ।

রূপার সাথে কথোপকথনের পর হাসানের মানসিক অবস্থাটাও যেন ভেঙে পড়ল । শেষবধি রূপার কথায় সে সম্মতি দিল ।

ঠিক হলো বিয়ের আগের রাত্রে দু’জনে পালিয়ে যাবে । হাসানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে রূপা বলল, আমি তোমার উপর ভরসা করে রইলাম । অবশেষে একবুক আশা নিয়ে পুনরায় রূপাকে একটি চুমু দিয়ে হাসান বাড়ীর দিকে রওনা দিল ।

আজ ৪ঠা বৈশাখ ,কাল বিয়ের দিন। রাত পোহাবার আগেই পালাতে হবে এ বাড়ী থেকে । মা বাবার মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে যাবে দূরে বহুদূরে হয়ত ফিরে আসবে না কোনদিন এ বাড়ীর আঙিনায় । রূপার মনে আজ দারুণ ব্যথা , বংশ মর্যাদা আর আভিজাত্য নিয়ে ডুবে আছে বাবা । তার ভালবাসার কোন মূল্য নাই বাবার কাছে । সেও পারবে না তার ভালবাসার মানুষটিকে দূরে ঠেলে দিয়ে তার ভালবাসাকে পদদলিত করতে তাই তাকে এপথ বেছে নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ তার কাছে খোলা ছিল না । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে । হয়ত কালবৈশাখী শুরু হবে ।

মেয়ের বিয়ের বেশ আয়োজন চলছে । আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রন করা হয়েছে । নিমন্ত্রিত স্বজনরা বিয়ের দিন সকাল সকাল আসতে শুরু করেছে কিন্তু ; কারো মুখে হাসি নেই । কারণ , রূপাকে কোথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না । প্রতিবেশী , চাচা -ফুফু , মামা প্রত্যেক বাড়ীই খোজ নেওয়া হয়েছে কোথাও তার সন্ধান নাই । অন্যদিকে হাসানদের বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তারও হদিস নেই । এবার সবে উপলব্ধি করছে , নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে । এরই মাঝে সন্ধ্যা নাগাদ কে যেন বিমর্ষ মুখে একখানি নীল রং এর কাগজে নীল কালীর লেখা একটুকরা কাগজ রূপার মার হাতে দিল । তাতে লেখা ছিল ঃ

মা গো ,
দোষ নিও না । কায়সার কাজীকে স্বামীরূপে গ্রহন করতে আমি পারব না । হাসানকে মনে প্রাণে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি । তাই ওকে নিয়ে চলে গেলাম । কোন খোজাখুজি না করা বাঞ্চনিয় । জীবনে কখনো তোমাদের অবাধ্য হইনি , এটাই আমার প্রথম এবং শেষ অবাধ্যতা । বাবাকে সান্তনা দিও --- ।

তোমারই হতভাগী
রূপু ।

চিঠিটা রূপা বালিশের নীচেই রেখে গিয়েছিল । চিঠি পড়ে তার মা বেহুস হয়ে পড়ল । সবাই তার সেবা সুশ্রূষায় এগিয়ে এলো । কিছু ক্ষণের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরল । অন্যদিকে সবাই হাসান ও রূপার খোজে বেরিয়ে পড়ল

হাসান আর রূপা পূর্ব নির্ধারিত পানসীতে চড়ে বলেশ্বরে পাড়ি জমিয়েছে অজানার পথে । কোথায় যাবে জানে না । তবে প্রথমে পিরোজপুর নিকাহ রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে নিকাহ রেজিষ্ট্রি করায়ে ফেলবে ।পরে ধরা পড়লেও যাতে তাদের সর্ম্পকের হানি না করতে পারে । নিয়তির কি নিস্ঠুর পরিহাস । কিছু দূর যেতে না যেতেই হিংস্র কালবৈশাখীর মরণ ছোবলের মুখে পড়ে গেল তারা । মাঝী প্রাণপণ নৌকা চালিয়ে তীরে লাগাবার চেষ্টা করে ও ব্যর্থ হলো ।নির্দয় কালবৈশাখী তাদের গ্রাস করে ফেলল । নৌকা ডুবে গেল । অন্যদিকে তাদের খোর্জে বেরিয়ে পড়া স্বজনরা ওদের না পেয়ে ঝড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সবাই বাড়ী ফিরল । রাত তিনটে নাগাদ ঝড় থামল ।

খুব ভোরবেলা সালেক মাঝী এসে খবর জানাল , “ গতরাতে হাসান ও রূপা বলেশ্বরে বিশখালীর বাঁকে নৌকা ডুবিতে হারিয়ে গেছে । সে ছিল তাদের নৌকার মাঝী । সাঁতরায়ে নিজের জীবন রক্ষা করলেও তার নৌকা , হাসান ও রূপাকে সে রক্ষা করতে পারেনি । জানেনা তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে ;বেঁচে আছে কি মরে গেছে ?

যে যার ছুটলো বিশখালীর দিকে । ঝড় শেষে নদীতে জাল ফেলতে আসা জেলেরা হাসান ও রূপাকে আবিস্কার করেছে নদীর চরে । সেখান থেকে উদ্ধার করে বাড়ীতে নিয়ে তাদের সেবা সুশ্রূষায় হাসানের জ্ঞান ফিরলেও রূপার জ্ঞান ফিরেনি তখনও। জেলেরা জানাল , “কালবৈশাখীর প্রবল ঢেউ ওদেরকে নদীর চরে ঠেলে নিয়ে এসেছে । নদীর চরে দু’জনই ছিল প্রায় কাছাকাছি । হয়ত একে অপেরর কাছে যেতে চেয়েছিল ”।

রূপা ও হাসানের আত্মীয় স্বজন সবাই এসে হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে রইল । এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতরণা হলো সেখানে । অনেকে রূপার বাবাকে তিরস্কার করতে লাগল । রূপার মা রূপার মাথাটা হাটুর উপর নিয়ে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন একি করলি মা, তুই একি করলি ।

রূপার ছোট মামা বলল, বুবু এখন বিলাপ করার সময় নয় । ওদের জীবনটা এখনও ধড়ে আছে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে এটুকুও হারাবার সম্ভাবনা আছে । জেলে ডিঙিতে নিয়েই সবে ছুটলো পিরোজপুর হাসপাতালের দিকে।

সিদ্ধান্ত নিল সুস্থ হলেই ওদের বিয়ের ব্যাবস্থা করা হবে ।

-০-

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com